# আয়ুর্বেদ সম্মত পদার্থ তত্ত্ব : একটি দার্শনিক সমীক্ষা

## সারসংক্ষেপ


গবেষক

প্রতিমা ঢালী


যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রে
পি-এইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ


তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ড. রত্না দত্ত শর্মা



দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২১

# সারসংক্ষেপ

আমি যে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছি সেটি হল—'আয়ুর্বেদ সম্মত পদার্থতত্ত্ব; একটি দার্শনিক সমীক্ষা।' এই গবেষণায় মূলত আমি আয়ুর্বেদে যে পদার্থের কথা বলা হয়েছে সেই 'পদার্থ' নিয়ে আলোচনা করব। সেক্ষেত্রে 'পদার্থ' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে, তা দর্শনে ব্যবহৃত 'পদার্থ' শব্দের অর্থের সঙ্গে সংগতি পূর্ণ কিনা, পদার্থের বিভাগ এবং বিভক্ত পদার্থ যে ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে দর্শনে উল্লিখিত পদার্থের ক্রমের ভিন্নতা এবং এই ভিন্নতার কারণ অনুসন্ধান করব। আয়ুর্বেদে পদার্থ সমূহের বৈশিষ্ট্য ও বিভাগ, তাদের গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে দর্শনে ঐ নাম যুক্ত পদার্থ সমূহের লক্ষণ, বিভাগ যেভাবে করা হয়েছে তা পাশাপাশি আলোচনা করব। এই অলোচনায় প্রসঙ্গ ক্রমে ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বক্তব্যের সঙ্গে আয়ুর্বেদের বক্তব্যর মিল ও অমিল অনুসন্ধান করব। অবশ্যই আয়ুর্বেদের সঙ্গে দার্শনিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃত পদার্থ স্বরূপ বিষয়ে কোন সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে কিনা তা অনুসন্ধানের বিষয় হবে। যদি এই বিষয়ে আয়ুর্বেদের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তবে তার হেতু অনুসন্ধানের অবকাশ থেকে যায়। আলোচনার প্রথমেই আমরা 'আয়ুর্বেদ' ও 'পদার্থ' শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করব।

আয়ুর্বেদ শব্দটি দুটি শব্দের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে। একটি হল 'আয়ু' অন্যটি হল 'বেদ'। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা এদের সংযুক্ত অবস্থাকে আয়ু বলা

হয়।[১] 'আয়ু' শব্দ গতিশীলতা অর্থেও ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ অভিপ্রায় এই যে যতক্ষণ শরীর গতিযুক্ত সেটি আয়ু। আয়ু হল জীবনকাল।[২] ধারি, জীবিত, নিত্যগ অনুবন্ধ এই কয়টি শব্দ আয়ুর পর্যায়বাচী শব্দ।[৩]

'বেদ' শব্দটি বিদ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বিদ্ ধাতুর অর্থ হল জ্ঞান, আখ্যান, সত্ত্বা বা বিচার ইত্যাদি। কিন্তু আয়ুর্বেদের অন্তর্গত 'বেদ' শব্দটি জ্ঞান অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।[৪]

সাধারণত আয়ুর্বেদ বলতে একটি বিশিষ্ট চিকিৎসা প্রণালীর কথা বোঝায়। কিন্তু চরকসংহিতায় 'আয়ুর্বেদ' শব্দটিকে এক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। আয়ু বিষয়ক আলোচনা বলতে ঠিক কি বোঝায়? এই প্রশ্নের উত্তরে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে—"হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্ মানঞ্চতচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্বেদঃস উচ্যতে।" অর্থাৎ যে শাস্ত্রে হিতায়ু অহিতায়ু, সুখায়ু, দুঃখায়ু এবং এই চার প্রকার আয়ুর বর্ণনা করা হয় তাকে আয়ুর্বেদ বলা হয়।[৫] যে আয়ু জগতের হিতসাধন করে তাকে হিতায়ু বলা হয়।[৬] এর বিপরীত আয়ু অর্থাৎ যে আয়ু জগতের অহিত সাধন করে তাকে অহিতায়ু বলে।[৭] যে আয়ু সুখের সঙ্গে ভোগ করা যায় তাকে সুখায়ু বলা হয়। সংক্ষেপে রোগ শূন্য আয়ু হল সুখায়ু।[৮] এর বিপরীত আয়ু অর্থাৎ যে আয়ু দুঃখের সঙ্গে ভোগ করা হয় তাকে দুঃখায়ু বলে। আয়ুর্বেদে বিকার ও রোগকে যেহেতু দুঃখ বলা হয়েছে তাই রোগ যুক্ত আয়ুকে দুঃখায়ু বলা হয়।[৯]

ত্রিদন্ডের সংযোগে ত্রিদন্ডী তৈরী করলে তাতে কিছু রাখলে যেমন তার পতন রোধ করা যায় তেমনি মন, আত্মা, শরীর ত্রিদন্ডের মতো। এদের সংযোগে সকলে জীবিত থাকে। এই সংযোগের উপরে কর্মফল, বিষয় বাসনা, সুখ, দুঃখ, জ্ঞানাজ্ঞান প্রভৃতি নির্ভর করে। মন, আত্মা, শরীর সংযুক্ত অবস্থাকে পুরুষ বল হয়। এই পুরুষই চেতন। এই পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ। এই পুরুষ সুখ দুঃখের আধার। এই পুরুষের আরোগ্যের জন্যই আয়ুর্বেদ রচিত হয়েছে। এই পুরুষের সঙ্গে আমরা সংখ্যদর্শনের পুরুষের কিছু অংশে মিল লক্ষ্য করি পার্থক্যও কিন্তু লক্ষ্য করার মত। ["সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ.....। .... বেদস্যাস্য তদর্থংহি বেদোহয়ং সম্প্রকাশিতঃ।[১০]

রোগশূন্য আয়ু সুখায়ু। কিন্তু রোগ কাকে বলে এবং রোগ কতপ্রকার ও কী কী? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আয়ুর্বেদে তিনটি রোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল নিজ, আগন্তুক ও মানস।[১১] এই তিন প্রকার রোগের মধ্যে যে সকল রোগ শরীর স্থিত বায়ু, পিত্ত ও কফের সাম্যাবস্থা বিঘ্ন হওয়ার জন্য উৎপন্ন হয় তাকে নিজ রোগ বলে। আর ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও কফের জন্য যে রোগ উৎপন্ন হয় তাকে আগন্তুক রোগ বলা হয়। যে রোগ প্রিয় বস্তুর অলাভ ও অপ্রিয় বস্তুর সমাগম থেকে উৎপন্ন হয় তাকে মানস রোগ বলে। যা রজ এবং তম গুণের বিকারের দ্বারা উৎপন্ন হয়।[১২]

কাল, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের মিথ্যাযোগ, অযোগ ও অতিযোগ এই তিনটি ব্যাপার শরীর ও মানসিক উভয় প্রকার ব্যাধিরই হেতু। এখন প্রশ্ন হল মিথ্যাযোগ, অযোগ, অতিযোগ বলতে কি বোঝায়? উদাহরণের সাহায্যে এদের স্বরূপ বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যেমন কালের হীনযোগ বলতে বোঝায় শীতকালে সম্যক শীত না পরা। কালের অতিযোগ বলতে বোঝায় শীতকালে অতিরিক্ত শীত পরা, গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরম পরা কালের মিথ্যাযোগ বলতে বোঝায় শীতকালে একেবারেই শীত না পরা বা গ্রীষ্মকালে একেবারেই গরম না পরা। শরীর এবং মন এই দুটিকে কেন্দ্র করে রোগ উৎপন্ন হয়। কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থের সমযোগ হল আরোগ্যের হেতু।[১৩]

আয়ুর্বেদে তিন প্রকার রোগের নিরাময়ের জন্য তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসার কথাও বলা হয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে দৈবব্যাপাশ্রয়, যুক্তিব্যাপাশ্রয় ও সত্ত্বাবজায় নামে পরিচিত। মন্ত্র, ঔষধ, রত্নধারণ, মঙ্গলাচরণ, হোম, পূজা, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, নিয়ম, প্রণিপাত এবং তীর্থগমন প্রভৃতিকে দৈব্যব্যাপাশ্রয় ঔষধ বলে। যুক্তি পূর্বক ঔষধ ও পথ্যাদির প্রয়োগ করার নাম যুক্তিব্যাপাশ্রয়। অহিতকর বিষয় বস্তু থেকে মনকে নিবৃত্ত করার নামই সত্ত্বাবজায়।[১৪]

চরকসংহিতায় আয়ুর্বেদের প্রয়োজনের বিষয় নির্দিষ্ট করতে গিয়ে দুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। "প্রয়োজনং চাস্য স্বাস্থস্য স্বাস্থরক্ষণমাতুরস্য বিকারপ্রশণম্।"[১৫] আয়ুর্বেদের প্রয়োজন সুস্থ পুরুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করা আর রোগী

ব্যাক্তির রোগ দূর করা। এখানে প্রথমে স্বাস্থ্য রক্ষা এবং দ্বিতীয়ত রোগ প্রশমনকেই আয়ুর্বেদের প্রয়োজন বলা হয়েছে। চরকসংহিতায় আবার বলা হয়েছে যে "ধাতুসাম্যক্রিয়া, চৌক্তা তন্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনম্"[১৬] অর্থাৎ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রয়োজন ধাতুর সাম্য রক্ষা করা। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে ধাতু বলতে কি বোঝায়? তার উত্তরে বলা হয়েছে বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষ যখন বিকৃত না হয়ে সমতায় থাকে তখন তাকে ধাতু বলা হয়।[১৭]

সাম্যাবস্থা বলতে বোঝায় বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে একটি কম নয় আর একটি বেশিও নয় সমান সমান। সুশ্রুত সংহিতায় আয়ুর্বেদের প্রয়োজন বিষয়ে বলা হয়েছে।[১৮] রোগে আক্রান্ত মানুষকে রোগ থেকে মুক্তি তথা সুস্থের স্বাস্থ্য রক্ষা এই দুই আয়ুর্বেদের মুখ্য প্রয়োজন। রোগ যাতে না হয় তার চেষ্টা করা উচিত। কারণ রোগ হলে চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ যাতে না হয় সে চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে নগরী নগরের রক্ষায় তথা রথী রথের রক্ষায় সদা সাবধান থাকে, তেমনি বুদ্ধিমান মানুষের উচিত নিজের রক্ষা করার মতন ক্রিয়া করা।[১৯]

শরীর যদি না থাকে অথবা শরীর যদি সুস্থ না থাকে তাহলে কোনও কার্য সম্পন্ন করা যাবে না। তাই শরীরের রক্ষার কথা বলা হয়েছে। শরীর থাকার কারণে সকল পদার্থ উপযোগী হতে পারে। শরীর না থাকলে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রাপ্তির অবকাশ নেই। এই কারণে শরীর রক্ষা করার সর্বপ্রথম বা মুখ্য কর্তব্য।[২০]

এই প্রসঙ্গে চক্রপাণী দত্ত বলেছেন ‘সর্বভাব ইতি ধর্মাদি চতুর্বগাভাব ইত্যর্থ’।[২১] এখানে ‘সর্বভাব’ এই শব্দের তাৎপর্য হল শরীরের অভাব হওয়ার কারণে ধর্মাদি চারটি পুরুষার্থের অভাব হবে। অর্থাৎ শরীর না থাকার কারণে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ লাভ করা সম্ভব নয়।

যেকোন শাস্ত্রেরই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় আছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র হওয়ায় আয়ুর্বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল চিকিৎসা, স্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোগীর রোগ নিরাময় করা। কিন্তু আয়ুর্বেদে ধনৈষণা, প্রাণৈষণা এবং পরলোকৈষণার কথা বলা হয়েছে।[২২]

প্রাণ অর্থাৎ জীবন। দীর্ঘ নিরোগ জীবন লাভ করার এষণাকে প্রাণৈষণা বল হয়। এই তিনটি এষণার মধ্যে প্রানৈষণা প্রধান। কারণ যাতে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় সেই চেষ্টা করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

প্রাণৈষণার পর ধনৈষণার কথা বলা হয়েছে। প্রাণ রক্ষার পর ধন অন্বেষণ করা কর্তব্য। কেননা উপকরণহীন নির্ধনের দীর্ঘায়ু লাভ ব্যর্থ। চরকের মতে উপকরণহীন নির্ধন অপেক্ষা পাপী আর কেউ নেই। অতএব উপকরণ সকল অন্বেষণ অর্থাৎ ধন উপার্জন করতে বিশেষ ভাবে যত্নবান হতে হবে। যে যে উপায়ে অবলম্বন করে ধন উপার্জন হয় সেগুলি হল কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, রাজসেবা প্রভৃতি।

তৃতীয় যে এষণার কথা বলা হয় তা হল পরলোকৈষণা।

ভারতীয় দর্শনে চারটি পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। এখন প্রশ্ন হল এই চারটি পুরুষার্থকে কিভাবে লাভ করা সম্ভব? ধর্ম বলতে মহর্ষি চরক বুঝিয়েছেন, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচার্যকে। শাস্ত্র অবিরোধী কর্তব্যকে ধর্ম বলা হয়েছে। শাস্ত্র বলতে যা শ্রুতি এবং শ্রুতির অবিরোধী তাকে বোঝানো হয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গে চরকের মতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও গুরুজনের রোগের আরোগ্য বিষয়ে যথাযোগ্য যত্ন, আয়ুর্বেদোক্ত আধ্যাত্ম বিষয়ে নিয়ত অনুধ্যান ও উপদেশ দান এই সমুদয় কার্য দ্বারা আয়ুর্বেদ থেকে ধর্ম লাভ হয়। চরকের মতে কোন রাজা বা ধনী লোকের কাছ থেকে চিকিৎসার দ্বারা যা কিছু সুখোপহার বা অর্থ প্রাপ্ত হয় এবং আশ্রিত প্রাণীগণকে চিকিৎসার দ্বারা রক্ষা করতে সমর্থ হওয়া যায় তাই আয়ুর্বেদ জনিত অর্থ লাভ। চিকিৎসার দ্বারা পণ্ডিতগণের কাছ থেকে যে সমাদর লাভ করা যায়, যশ লাভ করা যায়, লোকের শরণ্য হওয়া যায়, তাই আয়ুর্বেদ জনিত কাম লাভ। এখন প্রশ্ন হল মোক্ষ বলতে কি বোঝানো হয়েছে? চরকসংহিতাকে অনুসরণ করে মোক্ষের স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করবো।

প্রবৃত্তি হল দুঃখের কারণ এবং নিবৃত্তি হল সুখের কারণ "তস্য মূলং সর্বোপপ্লবানাং চ প্রবৃত্তিঃ, নিবৃত্তিরূপরমঃ, প্রবৃত্তি প্রবৃত্তির্দুখং, নিবৃত্তিঃ সুখমিতি।"[২৩]

চরকসংহিতায় নিবৃত্তিকে মোক্ষের পর্যায়ভূক্ত করা হয়েছে। নিবৃত্তি হচ্ছে অপবর্গ এবং এটি পরমপুরুষার্থ। এই অপবর্গই হচ্ছে চরম প্রাপ্তি। এটি শান্ত এর কোন ক্ষয় নেই তাই একে অক্ষয় বলা হয়েছে। "নিবৃত্তিরপবর্গস্ততপরং তত্ প্রশান্তং তদক্ষরং তদ্ ব্রহ্ম স্ব মোক্ষঃ"[২৪] ন্যায় দর্শনে বাৎসায়ন ভাষ্যে এই মোক্ষবস্থাকে অজড়, অভয় অমৃত্যুপদ ব্রহ্ম প্রাপ্তি বলা হয়েছে।

পাপরোহিত, রজগুণ রোহিত শান্ত অবস্থা হল মোক্ষের স্বরূপ। একে শ্রেষ্ঠ, অক্ষয়, অমৃত ব্রহ্ম নিদান এবং শান্তি এই সকল পর্যায় শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। "বিপাপং বিরজঃ শান্তং পরমক্ষরমব্যয়ম্। অমৃতং ব্রহ্ম নির্বাণং পর্যায়ৈঃ শান্তিরুচ্যতে।"[২৫] মোক্ষ হচ্ছে চরম ফল, একে লাভ করার জন্য যোগ সাধন করতে হয় এবং মোক্ষাবস্থায় সমস্ত বেদনার নিবৃত্তি হয়। যোগ হল মোক্ষের প্রবর্তক। যোগাবস্থায় এবং মোক্ষাবস্থায় সকল অনুভূতির নিবৃত্তি হয়ে যায়। "যোগে মোক্ষে চ সর্বাসাং বেদনানামবর্তনম্। মোক্ষে নিবৃত্তির্নিঃশেষা যোগো মোক্ষ প্রবর্তকঃ।"[২৬]

এখানে আমরা চরক সম্মত মোক্ষের লাভের ধারণার সাথে যোগ দর্শণের বক্তব্যের মিল লক্ষ্য করতে পারি। কারণ আমরা দেখি চরকসংহিতায় যোগকে মোক্ষের প্রবর্তক বলা হয়েছে। মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য যোগ দর্শনসম্মত অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলা হয়েছে। এই অষ্টাঙ্গযোগ হল যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধ্যান ধারণা এবং সমাধি। আবার তত্ত্ব জ্ঞান লাভ মোক্ষের সহায়ক যারা বলেছেন

তারাও যোগের ভূমিকা অস্বীকার করেননি। যেমন ন্যায় দর্শন। মনের দ্বারা বাহ্য ইন্দ্রিয় গুলিকে সংযত করা, সকল বিষয়ে প্রবৃত্তিতে দুঃখবোধ এবং নিবৃত্তিতে সুখ অনুভব করা এই গুলিকেও মোক্ষ লাভের উপায় বলা হয়েছে। আর এর বিপরীত গুলিকে বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে।[২৭]

চরক সংহিতাতে পৃথক ভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম কে ত্রিবর্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা প্রবৃত্তি মার্গকে অনুসরণ করেন অর্থ, কাম তাদের কাছে আকাঙ্খিত কিন্তু অর্থ ও কামকে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রনের কথা বলা হয়েছে। আস্তিক দর্শন গুলির বক্তব্যও তাই। নিবৃত্তি মার্গ অনুসরণকারীর নিকট মোক্ষই আদরণীয়। জীব যদি স্বাস্থ্যবান না হয় রুগ্ন হয় তাহলে পুরুষার্থ প্রাপ্তি বিঘ্নিত হয়। সুস্থ মানুষই নিজের উদ্যমে পুরুষার্থ প্রাপ্ত হতে পারে। অতএব স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং রোগ প্রশমণ হেতু আয়ুর্বেদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে আয়ুর্বেদের মূল লক্ষ্যর সঙ্গে আয়ুর্বেদের পদার্থের সম্বন্ধ কী? পদার্থ বলতে আয়ুর্বেদে যাদের নির্দেশ করা হয়েছে তাদের কোনও বিশেষ দার্শনিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃত পদার্থের সঙ্গে মিল আছে কিনা তা এ প্রসঙ্গে দেখা হবে। তাদের কি শুধু নামের দিক থেকেই মিল না স্বরূপতও মিল আছে তা দেখা হবে। পদার্থ গুলির স্বরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে কী আয়ুর্বেদে নির্দিষ্ট কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে? কারণ আমরা দেখি বাৎস্যায়ন ভাষ্যে দার্শনিক আলোচনার ক্রম নির্দেশ করা হয়েছে তা হল—উদ্দেশ্য, লক্ষণ, বিভাগ এবং পরীক্ষা। চরকসংহিতায় লক্ষণ

শব্দ ব্যবহার আমরা পাই কিন্তু তা দর্শনে যে অর্থে লক্ষণ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ চরকসংহিতায় লক্ষণ শব্দটি বৈশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ভারতীয় দর্শনে ব্যবহৃত লক্ষণের সঙ্গে তার বিরোধ নেই। আয়ুর্বেদে পদার্থ গুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, লক্ষণ উল্লেখ এবং বিভাগ করা হয়েছে কিন্তু এখানে বাৎস্যায়ন নির্দিষ্ট অর্থে পরীক্ষা বা বিচার করা হয়নি।

চরকসংহিতায় পদার্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "অর্থঃ পদস্য"। অর্থাৎ পদের বিষয়কে পদার্থ বলা হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে টীকাকার চক্রপাণি দত্ত বলেছেন 'পদস্য' অর্থাৎ একপদ, 'পদয়োঃ' অর্থাৎ দুটিপদ, 'পদানাম' বহু পদের অর্থ হল পদার্থ। "পদার্থ নাম পদস্য পদয়োঃ পদানাম বা অথঃ।"[২৮]

'অর্থ' প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধকে অর্থ বলা হয়েছে।[২৯] এই প্রসঙ্গে চক্রপাণি দত্ত বলছেন—যা জানার যোগ্য তাহল অর্থ। সুতরাং বল যায় যে, আয়ুর্বেদের পদার্থ শব্দের সঙ্গে দর্শনে যে অর্থে পদার্থ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে তার কোন বিরোধ নেই। কারণ আমরা দেখি বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের যে লক্ষণ পাওয়া যায় তাহল 'পদস্য অর্থঃ পদার্থ'।[৩০] অর্থাৎ পদ শ্রবনের দ্বারা যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে পদার্থ। অর্থাৎ যে বস্তু পদ জন্য নির্দিষ্ট হয় তাকে পদার্থ বলা হয়। যেমন টেবিল, চেয়ার, বই, খাতা ইত্যাদি শব্দকে পদ বলা হয়। এই পদ যে বস্তুকে বোঝায় তাই হল তার অর্থ। কাজেই টেবিল, চেয়ার, বই, খাতা ইত্যাদি বস্তুই পদার্থ। যা জ্ঞেয় তাই

পদার্থ। পদার্থ বলতে পদনির্দিষ্ট অর্থ যা কোনও শাস্ত্রের বিশেষ আলোচ্য বিষয় তাকেও বোঝায়। আয়ুর্বেদে যে সমস্ত পদার্থের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে তাদের মধ্যে সামান্য, বিশেষ, গুণ, দ্রব্য, কর্ম, সমবায় অন্তর্ভূক্ত।

এখন প্রশ্ন হল 'তত্ত্ব' কাকে বলে? উত্তরে বলা হয় 'স্বরূপ' অর্থে 'তত্ত্ব' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে আমি মূলত আয়ুর্বেদের পদার্থ স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করব।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে পদার্থের স্বরূপজ্ঞানের সঙ্গে আয়ুর্বেদের সম্পর্ক কী? অর্থাৎ এই পদার্থ সমূহের তত্ত্ব জ্ঞান আয়ুর্বেদের প্রয়োজনের সঙ্গে কীরূপে সম্বন্ধ যুক্ত—আমরা এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করবো। পদার্থ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান যে কেবল শাস্ত্রপাঠ করলেই হবে তা নয়, তত্ত্ব আলোচনাও আবশ্যক। মহর্ষি চরক চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসকের আয়ুর্বেদ বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহন করার কথা বলেছেন। তত্ত্ব আলোচনায় অংশগ্রহন করার জন্য পদার্থের জ্ঞান প্রয়োজন। আবার বলা হয়—আয়ুর্বেদের লক্ষ্য হল ধাতু সাম্য বজায় রাখা। এই ধাতু সাম্যের কারণে পদার্থের জ্ঞান কেবল উপযোগীই নয়, অত্যাবশ্যক। কেননা বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধাতু বা দোষকে বিশেষ গুণ, কর্ম, দ্রব্যের দ্বারা সাম্যাবস্থায় আনা হয় এবং ক্ষীণ ধাতুকে সামান্য দ্রব্য, সামান্য গুণ এবং সামান্য কর্মের দ্বারা বৃদ্ধি করে সাম্যাবস্থায় আনা। দ্রব্যে গুণ এবং কর্ম, সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং ধাতুর সাম্য হেতু দ্রব্য প্রয়োগ সামান্য বা বিশেষের দ্বারাই করা হয়। অতএব আয়ুর্বেদের উদ্দেশ্য

সাধনের জন্য এই সমস্ত পদার্থের জ্ঞান প্রয়োজন। অতএব আয়ুর্বেদের সাথে পদার্থতত্ত্বের প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদকের সম্বন্ধ বর্তমান।

এই পদার্থ মূলত ছয় প্রকার। যে ক্রমে এই পদার্থগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হল—সামান্য, বিশেষ, গুণ, দ্রব্য, কর্ম, সমবায়। আমরা জানি বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত পদার্থ গুলিও এই নাম যুক্ত। এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে বৈশেষিক দর্শনে যে ক্রমে পদার্থ গুলির উল্লেখ করা হয়েছে তার থেকে পদার্থের এই ক্রম কিন্তু পৃথক। কারণ বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের যে ক্রমের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহল দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ সমবায়।[৩১] প্রশ্ন থেকে যায় চরকসংহিতায় এই রূপে পদার্থ গুলির নির্দিষ্ট ক্রমে উল্লেখের কী কোনও বিশেষ কারণ আছে। প্রথমে দেখা যাক বৈশেষিক দর্শনে যে ক্রমে পদার্থ গুলির উল্লেখ আছে তার কোন বিশেষ কারণ আছে কিনা। জন্য পদার্থ মাত্রই দ্রব্যে উৎপন্ন হয়ে দ্রব্যে স্থিত হয় বলে জন্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতির কারণ দ্রব্য। তাছাড়াও জন্য দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের আশ্রয়ও দ্রব্য এই জন্য প্রথমে দ্রব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কর্ম কেবল সংযোগ ও বিভাগ রূপ গুণের কারণ হলেও অন্য গুণের কারণ নয়। অথচ কর্ম মাত্রের প্রতি অদৃষ্ট, প্রযত্ন প্রভৃতি গুণ কারণ হয়ে থাকে। গুণ কর্মের কারণ বলে দ্রব্যের পর গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর দ্রব্য ও গুণ কর্মের কারণ বলে দ্রব্য ও গুণের পর কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। দ্রব্য, গুণ, কর্মে সামান্য আশ্রিত বলে দ্রব্য, গুণ, কর্মের পর

সামান্যের উল্লেখ করা হয়েছে। সামান্য হল অনেকে অনুগত। অতএব অনেকের সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করার পরে অননুগত বা বিশেষ ধর্মের কথা উল্লেখ প্রয়োজন। এই জন্য সামান্যের পর বিশেষের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ হল ব্যাবর্তক। এরপর সমবায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এই জন্য যে উক্ত পাঁচটি পদার্থের প্রত্যেকটি সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী বা প্রতিযোগী।

চরকসংহিতায় মূল পাঁচটি পদার্থের বিস্তৃত আলোচনা সূত্রস্থানে করা হয়েছে, সেখানে প্রথমে সামান্য, বিশেষ, গুণ, দ্রব্য, কর্ম, সমবায় ঐ ক্রমানুসারে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে।[৩২] এখন আমরা দেখব আয়ুর্বেদে যে ক্রমে দ্রব্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ কি? আয়ুর্বেদ একটি চিকিৎসা শাস্ত্র তাই এর উদ্দেশ্য বিকৃত ধাতুকে সাম্যাবস্থায় আনা এবং ধাতু সাম্যাবস্থা বজায় রাখা। ধাতু সাম্যাবস্থা সুস্থাবস্থা। পিত্ত, বায়ু, কফের বিকৃতি সমস্ত শারীরিক অসুস্থতার মূল। এই সাম্যাবস্থা রক্ষা করাই স্বাস্থ্য রক্ষা। সাম্যাবস্থা কিভাবে বিঘ্ন হয় সেটা আমরা এইভাবে ভাবতে পারি, ধরা যাক বায়ু, পিত্ত, কফ এদের তিনটির মধ্যে একটি বেড়ে গেল বা একটি কমে গেল তাহলে সাম্যাবস্থার হানি হবে। এই সাম্যাবস্থাকে আমরা  কিভাবে আবার ফিরিয়ে আনতে পারব? যার হ্রাসের কারণে সাম্যাবস্থার হানি হয়েছে সেটাকে বৃদ্ধি করে বা যার বৃদ্ধি হয়েছে তাকে হ্রাস করে। এই হ্রাস বা বৃদ্ধি কিভাবে হয়? সমগুণ সম্পন্ন দ্রব্যাদি যোগে দ্রব্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেমন আকাশ, বায়ু জাত দ্রব্য দ্বারা বায়ু বৃদ্ধি হয়। আগ্নেয় দ্রব্যে পিত্ত বৃদ্ধি হয় এবং পার্থিব

ও জলীয় দ্রব্যে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়। অতএব  কোন দ্রব্যের ক্রিয়া কিরূপ তার জ্ঞান না থাকলে অসুস্থতায় কার গ্রহণ সুস্থতার জন্য প্রয়োজন তা নির্ণয় সম্ভব নয়। বলা হয় আগ্নেয় দ্রব্যের বিরোধী গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়া হচ্ছে পিত্ত হ্রাস করা। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন গুণ ও ক্রিয়া বিশেষ কোন দ্রব্যের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত তার জ্ঞান অপেক্ষিত। কোন দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সঙ্গে সমানতা বিশিষ্ট তা জানার জন্য সামান্য নামক পদার্থ অপরিহার্য। এরপর ভেদ বুদ্ধির হেতু রূপে বিশেষ নামক পদার্থের জ্ঞান অপরিহার্য। এই কারণে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সামান্য, উল্লেখ পূর্বে করে তারপর বিশেষ এর উল্লেখ করা হয়েছে। সামান্য বিশেষের পর দ্রব্যের কথা না বলে গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ আয়ুর্বেদে দ্রব্যের থেকে তার গুণগুলি নিয়েই বিশেষ ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হয়েছে বলে গুণের উপর বেশীজোর দেওয়া হয়েছে। কারণ দ্রব্যের স্বরূপ এক্ষেত্রে তার গুণ ও কর্মের দ্বারা  নিরূপিত হয়। গুণের গুরুত্ব স্বীকার করে গুণের উল্লেখ এর পরেই দ্রব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে কর্ম যেহেতু দ্রব্যকে আশ্রয় করেই থাকে তাই। গুণ, দ্রব্য, কর্মের উল্লেখ এরপর সমবায়ের উল্লেখ করা হয়েছে।  বৈশেষিক শাস্ত্রে স্বীকৃত পদার্থ গুলির সঙ্গে চরক উল্লিখিত পদার্থ গুলির স্বরূপের দিক দিয়ে মিল ও অমিল আছে কিনা তা আলোচনা সাপেক্ষ। এই পদার্থ গুলি চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল প্রয়োজন স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ ও রোগের বিনাশের জন্য প্রয়োজন। এদের স্বরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্র পাঠ ছাড়াও চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসকের আলাপ আলোচনাকে আয়ুর্বেদে আলোচিত বিষয়ের জ্ঞান লাভের

পক্ষে অপরিহার্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই আলোচনার বা বিচারে অংশগ্রহন করার জন্য কত গুলি পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানকে অপরিহার্য বলা হয়েছে। সেই আলাপ আলোচনার বা বিচারের স্বরূপ ও তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয় গুলির আলোচনাও চিকিৎসা শাস্ত্রে করা হয়েছে। সে গুলি হল—বাদ, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিস্থাপনা, হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয়, নিগমন উত্তর, সিদ্ধান্ত, শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য, ঔপম্য, সংশয়, প্রয়োজন, সব্যাভিচার, জিজ্ঞাসা, ব্যবসায়, অর্থাপত্তি, সম্ভব, অনুযোজ্য, অননুযোজ্য, অনুযোগ, প্রত্যনুযোগ, বাক্যদোষ, বাক্য প্রশংসা, ছল, অহেতু, অতীতকাল, উপালম্ভ, পরিহার, প্রতিজ্ঞাহানি, অভ্যনুজ্ঞা, হেত্বন্তর, অর্থান্তর ও নিগ্রহস্থান। এই পদার্থ গুলির আলোচনা করে দেখতে হবে এই অংশে কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের আলোচনার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে। এই পদার্থ গুলির আলোচনা ও সামান্য বিশেষ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা কী আয়ুর্বেদের পক্ষে একইভাবে প্রয়োজন? এই সমস্ত বিষয় গুলির আলোচনা পূর্বক আমাদের দেখতে হবে, আয়ুর্বেদের মূল উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পদার্থ গুলির স্বরূপ আলোচনা কীরূপে সম্পর্ক যুক্ত এবং এই বিশেষ পদার্থ গুলি আয়ুর্বেদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিনা। এই সম্পূর্ণ আলোচনাকে নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলিতে ভাগ করা হয়েছে আলোচনার সুবিধার্থে।

প্রথম অধ্যায়ে সামান্য ও বিশেষ পদার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে সামান্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। ‘সামান্যম সর্ব্ববৃদ্ধিকারণম্’

এই অর্থে সামান্যের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে, সমতা বা সমান ধর্ম বিশিষ্টতা হচ্ছে বৃদ্ধির কারণ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম যতক্ষণ স্থিতি থাকে ততক্ষণ তাদের বৃদ্ধি সামান্যের দ্বারাই হয়ে থাকে। অর্থাৎ যখন শরীরে কোন বিশেষ ধাতু কম থাকে তখন সমদ্রব্য, সমগুণ, সমকর্মের প্রয়োগ করে তার বৃদ্ধি ঘটানো হয়। অর্থাৎ সর্বকালে সকল ভাব পদার্থের বৃদ্ধির কারণ রূপে সামান্যকে স্বীকার করা হয়েছে। যেমন স্নিগ্ধ বস্তু সেবন করলে মেদশক্তি বৃদ্ধি পায়। কারণ স্নিগ্ধ বস্তুর সঙ্গে মেদশক্তির গুণগত সমানতা রয়েছে।

এছাড়াও সামান্যের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৈশিষ্ট্যর কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল 'একত্ত্বকরম্' এবং 'তুল্যার্থতাহি সামান্যম্' এই অধ্যায়ে সামান্যের এই যে তিনটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এটাও দেখা হয়েছে যে এই তিনটি লক্ষণ আদৌও তিনটি পৃথক লক্ষণ কিনা। সামান্যের লক্ষণ আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখি যে সামান্যের তিনটি লক্ষণই পৃথক পৃথক লক্ষণ, কিন্তু তার মানে এটা নয় যে একটা লক্ষণের মধ্যে কোন দোষ থাকার জন্য দ্বিতীয় লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। কারণ লক্ষণের দোষ গুণ বিচারের আলোচনা আমরা চরকসংহিতায় পাই না।

সামান্যের লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেই লক্ষণের আলোচনাও পাশাপাশি করা হয়েছে এবং দেখার

চেষ্টা করা হয়েছে যে আয়ুর্বেদে সামান্যের যে তিনটি লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কোন লক্ষণটি দর্শনসম্মত সামান্যের লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যদি পার্থক্য থেকে থাকে সেই পার্থক্যর হেতু কী? তাও আলোচনা করা হবে। এরপর সামান্যের বিভাগের আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখি ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের যে তিনটি বিভাগে স্বীকার করা হয়েছে অর্থাৎ পর, অপর এবং পরাপর এই তিনটির কোন বিভাগই আয়ুর্বেদে স্বীকার করা হয়নি। এবং চক্রপাণি দত্ত সামান্যের অন্য তিনপ্রকার ভেদের কথা স্বীকার করেছেন। সে গুলি হল দ্রব্য সামান্য, গুণ সামান্য, ও কর্ম সামান্য। সামান্যের এই বিভাগের আলোচনাও বিস্তারিত ভাবে করা হয়েছে। সামান্যের এই বিভাগ ছাড়াও আয়ুর্বেদে সামান্যের অন্যান্য যেসকল বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে তার আলোচনাও করা হয়েছে।

সামান্যের আলোচনার পর এই অধ্যায়ের অপর অংশে সামান্যের বিপরীত পদার্থ বিশেষের আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষের লক্ষণ প্রসঙ্গে চরকসংহিতায় সূত্র স্থানে বলা হয়েছে "হ্রাসহেতু বিশেষশ্চন প্রবৃত্তিরূভয়স্যতু" অর্থাৎ যে ভাবপদার্থ হ্রাসের কারণ তাই হল বিশেষ। যদি কোন ব্যক্তির শরীরে কোন ধাতুর বৃদ্ধি হয় এবং তার কারণে কোন দোষ উৎপন্ন হয় তাহলে ঐ ধাতু হ্রাসের কারণ যে পদার্থ তার পক্ষে উপযোগী সেই পদার্থকে বিশেষ বলা হয়।

বিশেষেরও অপর আরও দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল 'পৃথকত্ত্বকৃত' এবং 'বিশেষস্তুবিপর্যয়'। 'পৃথকত্ত্ব' শব্দের অর্থ হল এক পদার্থের

থেকে অন্য পদার্থের এক দ্রব্যের থেকে অন্য দ্রব্যের ভেদ, এই ভেদের কারণকে বিশেষ বলা হয়। যেমন—ঘট ও পট দুটি শব্দ একই সময় উচ্চারণ করলে তা ভিন্ন হওয়ার কারণে পৃথক বুদ্ধি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। উক্ত লক্ষণের সাথে ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের মিল লক্ষ্য করা যায়। কারণ দর্শনে বিশেষকে পৃথকত্বের হেতু রূপে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের মত আয়ুর্বেদে বিশেষকে নিত্য বা অন্ত বিশেষ বলা হয়নি। অতএব এ বিষয়ে দর্শনের সাথে আয়ুর্বেদের মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই মতপার্থক্য ও তার হেতু বিষয়ে আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। তৃতীয় যে লক্ষণের কথা স্বীকার করা হয়েছে তা হচ্ছে যা বৈধর্মের কারণ তাই বিশেষ। এই লক্ষণ বিষয়ে আলোচনাও এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। বিশেষের আলোচনার পর বিশেষের বিভাগ আলোচনার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এবং বিশেষের যে তিনটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে আয়ুর্বেদে তাদের উপযোগিতার অনুসন্ধান করাও প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গুণ। চরকসংহিতায় সামান্য ও বিশেষের পর গুণের আলোচনা করা হয়েছে। চরকসংহিতায় পদার্থ গুলির নামের উল্লেখের সঙ্গে ন্যায় বৈশেষিক পদার্থের উল্লিখিত পদার্থক্রমের পার্থক্য দেখা যায়। চরকসংহিতার সামান্য বিশেষের পর দ্রব্যের কথা না বলে গুণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আবার গুণের লক্ষণ করতে দিয়ে গুণ যে দ্রব্যাশ্রিত তা স্বীকার করা হয়েছে। আগে আশ্রয়ের উল্লেখ না করে আশ্রিত গুণের কথা বলা হয়েছে। দর্শনশাস্ত্রে

দ্রব্যের কথা আগে বলাটাই যুক্তি যুক্ত কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে দ্রব্যের থেকে তার গুণগুলি নিয়েই বিশেষ ব্যবহার ও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। গুণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের আগে গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই গুরুত্বের হেতু কী তাও আলোচনা করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে আয়ুর্বেদসম্মত গুণের লক্ষণ, বিভাগ আলোচনা পূর্বক দর্শন শাস্ত্রে প্রদত্ত গুণের লক্ষণ ও বিভাগের সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। গুণের বিভাগ প্রসঙ্গে চরকসংহিতায় ৪১টি গুণের কথা বলা হয়েছে। সকল গুণের স্বীকারের কারণ, গুণের গুরুত্ব, ৪১টি গুণের কার্য প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে ২৪ প্রকার গুণের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ন্যায় বৈশেষিক স্বীকৃত ২৪ প্রকার গুণের মধ্যে আয়ুর্বেদে সম্মত ৪১ প্রকার গুণের সন্নিবেশ আদৌ সম্ভব। যদি কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে। সন্নিবেশ সম্ভব হয় তাহলে সেই গুণ গুলির পৃথক আলোচনা কেন আয়ুর্বেদে প্রয়োজন এই প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। আয়ুর্বেদে কেন ৪১ প্রকার গুণের পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে গুণগুলির গুরুত্ব নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আয়ুর্বেদ সম্মত দ্রব্য পদার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে দ্রব্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাহল "যত্রাশ্রিতাঃ কর্ম্মাগুণাঃ কারণং সমবায়ি যৎ তদ দ্রব্যম্" অর্থাৎ যা গুণ আর কর্মের আশ্রয় এবং সমবায়ি কারণ

তাই হল দ্রব্য। সুশ্রুতসংহিতায় দ্রব্যের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাহল—"দ্রব্য লক্ষণং তু ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণম্" আয়ুর্বেদে দ্রব্যের এই লক্ষণগুলি সঙ্গে ন্যায় বৈশেষিক সম্মত দ্রব্যের লক্ষণের মিল লক্ষ্য করা যায়। কারণ বৈশেষিক সূত্রে দ্রব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়ি কারণমিতি দ্রব্য লক্ষণম্" অর্থাৎ বৈশেষিক মতেও কার্যের সমবায়িকারণ এবং গুণ ও কর্মের আশ্রয় ভূত পদার্থকে দ্রব্য বলা হয়েছে। এই লক্ষণটি ছাড়া বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্যের আরো একটি লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সেটি হল যাতে দ্রব্যত্ব জাতি থাকে তাই দ্রব্য। আয়ুর্বেদে দ্রব্যের এই দ্বিতীয় লক্ষণ কেন মানা হয়নি তার কারণও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। দ্রব্যের আলোচনার পর দ্রব্যের বিভাগ বিষয়ক আলোচিত হয়েছে। আয়ুর্বেদ সম্মত দ্রব্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি কারণদ্রব্য অন্যটি কার্য দ্রব্য। কারণ দ্রব্য আবার নয়টি ভাগে বিভক্ত। যথা আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, আত্মা, মন, কাল, দিক। দ্রব্যের বিভাগের ক্ষেত্রে বৈশেষিক দর্শনেও এই দ্রব্য গুলির উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু তাদের উল্লেখের ক্রম পৃথক। যে ক্রমে দ্রব্য গুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হল পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল দিক, আত্মা, মন। এই বিভাগের আলোচনা প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদে কেন আকাশাদি দ্রব্যের দ্বারা দ্রব্যের ক্রম শুরু হল তা অনুধাবন করা হয়েছে। অর্থাৎ আয়ুর্বেদে আকাশে প্রাধান্য কেন স্বীকার করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয়োপনিষদের সঙ্গে আয়ুর্বেদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই অধ্যায়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আয়ুর্বেদে কার্যদ্রব্য বলতে কি বোঝায়? চেতন দ্রব্য এবং অচেতন

দ্রব্য বলতে কি বোঝায় এবং এই দ্রব্য গুলির শ্রেণীবিভাগ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত দ্রব্যকে কেন চেতন বলা হয়েছে, চেতন শব্দের অর্থই বা কি সঙ্গাত ভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়ে কোনও ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গে আয়ুর্বেদের মতের মিল ও অমিল আছে কিনা তাও আলোচনা করা হয়েছে। কারণ দ্রব্য, কার্য দ্রব্য ছাড়াও আয়ুর্বেদে প্রভাব ভেদে, উৎপত্তি স্থান ভেদে দ্রব্যের আরও বিভাগ স্বীকৃত। সেগুলির আলোচনাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রত্যকটা দ্রব্যের স্বরূপ এবং আয়ুর্বেদে তাদের গুরুত্ব কী এই প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। উৎপত্তি স্থান ভেদ এবং প্রভাব গত দ্রব্যের ভেদ আয়ুর্বেদের পক্ষে কেন প্রয়োজন এই প্রশ্ন সঙ্গত ভাবেই উত্থাপিত হয়েছে। দ্রব্যের এই প্রকারভেদ কী আয়ুর্বেদের নিজস্ব প্রয়োজনে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ অধ্যায়ে আয়ুর্বেদসম্মত কর্মের আলোচনা করা হয়েছে এই প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদ কর্মের যে সকল লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তার আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে কর্মের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয় যা দ্রব্যাশ্রিত গুণরহিত সংযোগ তথা বিভাগের অনপেক্ষ কারণ তাই কর্ম। কর্মের এই লক্ষণের সাথে ন্যায় বৈশেষিক সম্মত কর্মের লক্ষণের মিল লক্ষ্য করা যায়। কারণ বৈশেষিক সূত্রে কর্মের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাহল "একদ্রব্যম্‌গুণং সংযোগ বিভাগেষ্বণপেক্ষ কারণমিতি কর্মলক্ষণম্"। চরকসংহিতায় কর্মের যে লক্ষণ দেওয়া

হয়েছে জল্পকল্পতরু টীকায় সেই লক্ষণের প্রত্যকটি পদের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত। এই লক্ষণটি ছাড়াও চরকসংহিতায় কর্মের আরো যে সকল লক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেই সকল লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া কর্মের পর্যায় বাচি যে সকল শব্দ আছে অর্থাৎ চেষ্টা, প্রযত্ন, ক্রিয়া, প্রবৃত্তি সেই গুলি কর্মের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কীত তার আলোচনাও এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। কর্মের বিভিন্ন লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেই সকল লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কী এবং তাদের মধ্যে কোন বিরোধ আছে কিনা তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে প্রদত্ত কর্মের লক্ষণ কী আয়ুর্দের বিশেষ স্বরূপ দ্বারা নির্ধারিত এই প্রশ্নের উত্তরও এই অধ্যায়ে অনুধাবন করা হবে।

কর্মের লক্ষণের আলোচনার অনন্তর কর্মের বিভাগও আলোচিত। বৈশেষিক দর্শনে পাঁচ প্রকার কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে সে গুলি হল—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। আয়ুর্বেদেও এই পাঁচ প্রকার ভেদ যথা সম্ভব উল্লেখ করে স্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোগ নিরূপনের হেতু বিভিন্ন কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। শারীরিক, মানসিক এবং বাচিক ভেদে কর্মের প্রকারভেদের কথা চরকসংহিতায় সূত্র স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে শাস্ত্রের উপযোগী পঞ্চকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। সে গুলি হল—বমন, বিরেচণ, আস্থাপন, অনুবাসন, শিরোবিরেচন এই পঞ্চকর্মের সবিস্তার আলোচনা এই অধ্যায়ের অন্তর্গত। এছাড়াও শুভ, অশুভ ভেদে কর্মের যে ভেদও স্বীকার করা হয়েছে। চরকসংহিতায় তিনপ্রকার

লৌকিক কর্মের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এই লৌকিক কর্মের প্রত্যকটি কিভাবে আয়ুর্বেদের প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত তার আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায় মূলত সমবায় এবং অভাব নামক পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদে সমবায়ের লক্ষণ এবং বৈশেষিক দর্শনে সমবায়ের লক্ষণ পাশাপাশি রেখে তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা সমবায়ের লক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করি বৈশেষিক দর্শনসম্মত সমবায়ের লক্ষণ এবং আয়ুবের্দসম্মত সমবায়ের লক্ষণের তেমন কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ সমবায় বিষয়ে দর্শনে যা বলা হয়েছে আয়ুর্বেদেও তা স্বীকার করা হয়েছে। চরকসংহিতায় সমবায়ের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাহল "সমবায়ো অপৃথগভাবো ভূম্যাদীনাং গুনৈস্মতঃ স নিত্যে যত্র হি দ্রব্যং ণ তত্রানিয়তো গুণঃ"। বৈশেষিক দশর্নে বলা হয় অযুতসিদ্ধ পদার্থ গুলি যারা আধার আধেয় ভাবে রয়েছে তাদের পরস্পরের যে সম্বন্ধ তাকেই সমবায় বলা হয়েছে। অতএব আমরা দেখছি বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত সমবায় পদার্থের সঙ্গে আয়ুর্বেদ স্বীকৃত সমবায় পদার্থের সাম্য লক্ষ্য করা যায়।

আয়ুর্বেদ সম্মত সমবায়ের লক্ষণে যে 'অপৃথকভাব' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ নির্ণয়ও করা হয়েছে। লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখি চরকের টীকাকার চক্রপাণি দত্ত সমবায় পদার্থকে নিত্য ও অবিনাশী বলেছেন। ঠিক একই বিষয় আমরা ন্যায় বৈশেষিক দর্শনেও লক্ষ্য করি। অতএব বলা যায়

সমবায়ের যে লক্ষণ তা ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে প্রদত্ত সমবায় লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই অধ্যায়ে আয়ুর্বেদে সমবায় পদার্থের পৃথক স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ।

এই অধ্যায়েরই দ্বিতীয় অংশে অভাব নামক পদার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আয়ুর্বেদে পদার্থরূপে অভাবের সরাসরি উল্লেখ না থাকার কারণে প্রশ্ন উঠতে পারে আয়ুর্বেদে কী অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করা হয়নি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে চরক সংহিতায় জগতের সকল বস্তুকে সৎ এবং অসৎ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তার থেকে বোঝা যায় চরকসংহিতায় অভাব পদার্থ অস্বীকৃত হয়নি। ন্যায় ভাষ্যেও বস্তুর তত্ত্ব কি এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে সৎ ও অসৎ ভেদে জাগতিক সকল বস্তুকে ভাগ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আয়ুর্বেদে অভাব পদার্থের গুরুত্ব অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে ন্যায় বৈশেষিক সম্মত অভাব পদার্থের লক্ষণ ও বিভাগের আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে চরকসংহিতায় বিমান স্থানে সামান্যাদি অতিরিক্ত যে সকল পদার্থের কথা আলোচনা করা হয়েছে সেই সকল পদার্থ আলোচিত হয়েছে।

পদার্থ বলতে যদি আমরা পদনির্দিষ্ট অর্থকে বুঝি তাহলে এরা সবাই পদার্থ, আবার আলোচ্য বিষয় অর্থেও এরা পদার্থ শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট। এই দুই অর্থের

মধ্যে কোন বিরোধ নেই কারণ পদনির্দিষ্ট অর্থ যা শাস্ত্রের বিশেষ প্রতিপাদ্য তা পদার্থ রূপে গণ্য হতে কোন অসুবিধা নেই তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। প্রথম অর্থে পদার্থ শব্দটি ব্যবহৃত হলে তার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এবং দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে, এই সমস্ত বিষয়ই পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই পদার্থ গুলি হল—বাদ, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিস্থাপনা, হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয়, নিগমন, উত্তর, সিদ্ধান্ত, শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য, ঔপম্য, সংশয়, প্রয়োজন, সব্যাভিচার, জিজ্ঞাসা, ব্যবসায়, অর্থাপত্তি, সম্ভব, অনুযোজ্য, অননুযোজ্য, অনুযোগ, প্রত্যানুযোগ বাক্যদোষ, বাক্য প্রশংসা, ছল, হেতু, অতীতকাল, উপালম্ভ, পরিহার, প্রতিজ্ঞাহানি অভ্যনুজ্ঞা, হেত্বান্তর, অর্থান্তর, নিগ্রহস্থান। এই সকলের মধ্যে কিছু পদার্থ আছে সেগুলি ন্যায় দর্শন স্বীকৃত এবং কিছু পদার্থ আছে যা বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত। সামান্যাদি অতিরিক্ত অন্যান্য পদার্থ গুলির আলোচনা প্রসঙ্গে ন্যায় দর্শনে উল্লিখিত বিচারের আনুষঙ্গিক পদার্থ গুলির মিল আছে আবার অমিলও দৃষ্টি এড়াবার মত নয়। অতএব এই মিল বা অমিল আলোচনাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ন্যায় দর্শনের এই বিষয় গুলির আলোচনা আন্বীক্ষীকির অন্তর্গত। ন্যায় দর্শনে এই বিষয় গুলির আলোচনা অত্যন্ত অধিক সুশৃংখল ও বিস্তৃত ভাবে করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় সামান্যাদি পদার্থের আলোচনা এবং বিচার ও বিচারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পদার্থ গুলির স্বরূপ আলোচনা কী আয়ুর্বেদের পক্ষে সমান গুরুত্বপূর্ণ? আলোচ্য গবেষণাপত্রে সেই প্রশ্নের উত্তরও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

## তথ্যসূত্রঃ


১. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* পণ্ডিত তাঁরা দত্ত পাণ্ডে জয়কৃষ্ণ দাস, হরিদাস গ্রুপ, চৌখাম্বা সংস্কৃত পুস্তকালয়, বারাণসী সিটি, ১৯৩৭, পৃ. ৮।

২. মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* প্রথম ভাগ, ডঃ লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, চৌখাম্বা, কৃষ্ণদাস একদেমী, বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ২৪।

৩. "শরীরেন্দ্রিয়সংযোগ্যে ধারি জীবিতম্। নিত্যগশ্চানুবন্ধশ্চ পর্য্যায়েবায়ুরুচ্যতে।" তদেব।

৪. *পদার্থ বিজ্ঞানম্,* বি. কে. দ্বিবেদী, চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস একাডেমি, বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ২।

৫. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* টীকা ভাষ্য সহ, প্রথম খণ্ড বঙ্গানুবাদ কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০১০, পৃ. ৫।

৬. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* হিন্দি অনুবাদ, ব্যাখ্যাকার কাশীনাথ পাণ্ডে এবং গোরখনাথ চতুর্বেদী, সম্পাদক রাজেশ্বর দত্ত শাস্ত্রী, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ১৯৬১, পৃ. ১৩।

৭. তদেব।

৮. তদেব।

৯. তদেব।

১০. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ বজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, সম্পাদিত কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ৬।

১১. "ত্রয়োরোগা ইতি নিজাগন্তুমানাসাঃ" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* টীকা ভাষ্য সহ, প্রথম খণ্ড বঙ্গানুবাদ কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০১০, পৃ. ৯০।

১২. তদেব।

১৩. "শরীরং সত্ত্ব সংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়োমতঃ। তথা সুখানাং যোগস্তু সুখানাং কারণংসমঃ।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ, সম্পাদিত, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ২০০৩, প্রথম খণ্ড পৃ. ৮।

১৪. তদেব, পৃ. ১১৪।

১৫. মহষি চরক, *চরকসংহিতা,* ইংরাজী অনুবাদ, প্রথম খণ্ড আর. কে. শর্মা, ভগবান দাস, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ২০২০, পৃ. ৬০০।

১৬. তদেব, পৃ. ৩৯।

১৭. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* টীকা, ভাষ্যসহ, প্রথম খণ্ড বঙ্গানুবাদ কবি যশোদানন্দন সরকার, সম্পাদিত বৈদ্যাচার্য কালিকিঙ্কর সেনশর্মা, আয়ুর্বেদাচার্য, সত্যশেখর ভট্টাচার্য, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র স্ট্রীট, প্রথম খণ্ড ২য় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৭১।

১৮. "ইহ খল্বায়ুর্বেদঃ - প্রয়োজনাং ব্যাধ্যুপসৃষ্টানাং ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বাস্থস্যরক্ষণা"। মহর্ষি সুশ্রুত, সুশ্রুতসংহিতা, অনুবাদ অত্রিদেব, মতিলাল বারাণসী দাস, বেনারস, ২০১৫, পৃ. ৪।

১৯. "নগরী নগরস্যেব স্থস্যের রথি যথা স্বশরীরস্য মেধাবী কৃত্যেস্ববহিতোভবেত।" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী প্রদত্ত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা সহ এবং গঙ্গাধর প্রণীত জল্পকল্পতরুটীকা সহ হিন্দি অনুবাদ ডঃ লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস একাদেমী বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ১৫২।

২০. "সর্বমন্যতপরিত্যজ্য শিরিরমনু পাল্যেত্। তদভাবে হি ভাবানাং সর্বভাবঃ শরীরিণামিতি", মহর্ষি চরক, চরকসংহিতা, আচার্য শ্রী জয়দেব বিদ্যালঙ্কর, মতিলাল বানারসী দাস, পূর্বভাগ, ২০১৮, পৃ. ৩০১।

২১. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* আয়ুর্বেদ দীপিকা ও জল্পকল্পতরু টীকা সহ, দ্বিতীয় ভাগ, লক্ষ্মীধর দ্বিদেবী, চৌখাম্বা, কৃষ্ণদাস একাদেমী, বারাণসী, ২০১৭, পৃ. ৭২৭।

২২. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* প্রথম ভাগ, লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, চৌখাম্বা, কৃষ্ণদাস একাদেমি, বারাণসী, ২০১৬, পৃ. ২৪০।

২৩. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* জয়দেব বিদ্যালঙ্কর, মতিলাল বানারসী দাস, বারাণসী, ২০১৮, পূর্বভাগ, পৃ. ৪৩৭।

২৪. তদেব, পৃ. ৪৩৮।

২৫. তদেব, পৃ. ৪৪০।

২৬. তদেব, পৃ. ৪০৬।

২৭. তদেব, পৃ ৪৩৫।

২৮. মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণী দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকা সহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও সংশোধিত বারাণসী চৌখাম্বা অরিয়েন্টালিয়া ১৯৯১, প্রথম খণ্ড পৃ. ৩৮১৫।

২৯. অথাঃ শব্দাদয়ো জ্ঞেয়াগোচরঃ বিষয়া গুণাঃ চ/শ ১/৩১।

৩০. শ্রীমদন্নং ভট্ট বিরচিত *তর্কসংগ্রহঃ,* শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডর, ৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬, পৃ. ৭৪।

৩১. প্রশস্ত পাদভাষ্যম্, ভাষ্যনুবাদ বিবৃত্তি ন্যায়কন্দলী তদনুবাদ সাহিত্য, প্রথমভাগ অনুবাদকারক দন্ডিস্বামী দামোদয়াশ্রম সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডর, ৩য় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ১১২।

৩২. "সামান্যঞ্চ বিশেষঞ্চ গুণান্ দ্রব্যাণিকর্মচ, সমবায়ঞ্চ ..." মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* বঙ্গানুবাদ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ সম্পাদিত, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯১৯, পৃ. ৮।

৩৩. "দ্রব্যং গুণকর্মালি" মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* টীকা ভাষ্য সহ, প্রথম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার, সম্পাদিত বৈদ্যাচার্য কালিকিঙ্কর সেন শর্মা, আয়ুর্বেদাচার্য, সত্য শেখর ভট্টাচার্য, দীপায়ন, ২০ সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ২১৫।

# গ্রন্থপঞ্জী


১। অলে ডঃ অযোধ্যা প্রসাদ, *প্রারম্ভিক পদার্থ বিজ্ঞান,* বারাণসী : চৌখাম্বা ওরিয়ান্টালিয়া, ২০০৪।

২। *উপনিষদ গ্রন্থাবলী,* স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, কোলকাতা : উদ্বোধন কার্যলয়, খণ্ড-১-৩, ১৯৮৬।

৩। গৌড়, ডি. এস, এবং গুপ্তা এন, পি. (১৯৭০), *দ্যা থিয়োরি অফ পঞ্চমহাভূত উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু আয়ুর্বেদ,* ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ হিস্ট্রি অফ সায়েন্স, এন-I, মে, পৃ. ৫৬-৬৭।

৪। জৈস্বাল ডঃ রামনিহোর তপসী, *পদার্থ বিজ্ঞান এবং আয়ুর্বেদ ইতিহাস মৌলিক সিদ্ধান্ত,* বারাণসী : চৌখাম্বা ওলিয়েন্টালিয়া, ২০১৬।

৫। ত্রিপাঠী রবিদত্ত, *পদার্থ বিজ্ঞান,* দিল্লী : চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০১৭।

৬। দ্বিবেদী ডঃ বি. কে., দ্বিবেদী ড. লক্ষ্মী ধর (সম্পাদক), *পদার্থ বিজ্ঞান,* বারাণসী : চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস অকাদমী, ২০১৬।

৭। দে ডঃ হরনারায়ণ, আয়ুর্বেদীয় সরল পদার্থ বিজ্ঞান, বারাণসী : আকাঙ্কা পাবলিকেশার্স, ২০০৯।

৮। *প্রশস্ত পাদভাষ্যম্ ভাষ্যানুবাদ,* বিবৃত্তি *ন্যায়কন্দলী,* তদনুবাদ সাহিত্যম্, অনুবাদকারক দন্ডি স্বামী দামোদয়াশ্রম, প্রথম ভাগ, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১০।

৯। পাত্র অদিতি, "আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে স্বীকৃত কর্মবাদ ও কিছু সমস্যা।" ধর্মনীতি ও শ্রুতি, সম্পাদনায় ইন্দ্রানী সান্যাল ও রত্না দত্ত শর্মা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০৯।

১০। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *ন্যায় পরিচয়,* কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬।

১১। বাচস্পতি মিশ্র কৃত, *ন্যায় ব্যার্তিক তাৎপর্য টীকা,* অনন্তলাল ঠাকুর সম্পাদিত, নিউদিল্লী : ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ ফিলোসফি রিসার্চ, ১৯৩৬।

১২। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বিরচিত, *ভাষা পরিচ্ছেদ,* পঞ্চানন ভট্টাচার্য কৃত মুক্তাবলী সংগ্রহ সম্বলিত এবং সিদ্ধান্ত মক্তাবলী টীকা সহ, বিবৃত অনূদিত ও সম্পাদিত, কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭০।

১৩। ভাঁদুড়ী ডালিয়া, *চরক সংহিতার দার্শনিক ভাবনা সমীক্ষা,* কলকাতা : দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১, পার্ক স্ট্রীট, ২০০৬।

১৪। ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব পরিক্রমা, সম্পাদনা রঞ্জনা মুখার্জী, সর্বানী বন্দ্যোপাধ্যায়, কুন্তলা ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৪।

১৫। মহর্ষি চরক বিরচিত, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণিদত্তের আয়ুর্বেদ দীপিকা ব্যাখ্যা সহ, আয়ুর্বেদাচার্য যাদবজী-ত্রিকজী আচার্য (সম্পাদক), তৃতীয় সংস্করণ, বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৪১।

১৬। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ টীকা, (অনুবাদক) রামকরণ শর্মা এবং ভগবান দাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৮৩।

১৭। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা ব্যাখ্যা সহ হিন্দি ব্যাখ্যা কাশীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত গঙ্গাসহায় পান্ডে এবং প্রিয়ব্রত শর্মা, প্রথম ভাগ, বারাণসী : চৌখাম্বা সিরিজ অফিস, ১৯৬৯।

১৮। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণি প্রদত্ত আয়ুর্বেদ টীকা এবং জোজ্জেট বিরচিত নিরন্তর পদ ব্যাখ্যা সহ, হরি দত্ত শাস্ত্রী সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বম্বে : মতিলাল বারাণসী দাস, ১৯৪৬।

১৯। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণি প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা টীকা এবং গঙ্গাধর বিরচিত জল্পকল্পতরু টীকা সহ, নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও সংশোধিত (খণ্ড ১-৫), বারাণসী : চৌখাম্বা অরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১।

২০। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* বঙ্গানুবাদ কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ সম্পাদিত, (খণ্ড ১-৫), কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯১।

২১। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* (হিন্দি অনুবাদ ব্যাখ্যাকার) কাশীনাথ পান্ডে এবং গোরখনাথ চতুর্বেদী, রাজেশ্বর দত্ত শাস্ত্রী (সম্পাদক), বারাণসী : চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬১।

২২। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* আয়ুর্বেদাচার্য শ্রী জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, প্রথম খণ্ড, বানারসী : প্রকাশক মতিলাল বানারসী দাস, সংস্কৃত হিন্দু পুস্তক বিক্রেতা, নেপালী খপরা, ১৯৫৪।

২৩। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা* আরিজিনাল কমেন্টারি সংস্কৃত, পন্ডিত যোগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, কলকাতা : জে. এন. সেন, ৩২, প্রসন্ন কুমার টেগর স্ট্রীট, ১৯২২।

২৪। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণি দত্তের আয়ুর্বেদ দীপিকা ব্যাখ্যা সহ আয়ুর্বেদাচার্য শ্রী হরিদত্ত শাস্ত্রী, ২য় ভাগ, লাহোর : সুন্দরলাল জৈন, মতিলাল বনারসী দাস, ১৯৪১।

২৫। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* আয়ুর্বেদ দীপিকা এবং জল্পকল্পতরু টীকা ব্যাখ্যা এবং কবিরাজ বলাই চন্দ্র সেনগুপ্ত, ৩য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা : সি. কে. সেন এন্ড কোম্পানী লিমিটেড, ২৯ নং কলুটোলা স্ট্রীট, ১৯৪৪।

২৬। মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য, *সুশ্রুত সংহিতা,* বৈদ্যাচার্য্য কালীকিঙ্কর সেন শর্মা, সত্যশেখর ভট্টাচার্য, কলকাতা : প্রকাশ দীপায়ন, ২০ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, ২০১৩।

২৭। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* (প্রথম ভাগ), হিন্দি ব্যাখ্যা, কাশীনাথ শাস্ত্রী এবং গোরখনাথ চতুর্বেদী, বারাণসী : চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯।

২৮। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* (প্রমথ খণ্ড), পণ্ডিত যোগীন্দ্রনাথ সেন, কলকাতা : জেন. এ. সেন ৩১, প্রসন্ন কুমার টেগর স্ট্রীট, ১৯১৯।

২৯। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত কর্তৃক আয়ুর্বেদ দীপিকা সহ, হরিনাথ সরকার সম্পাদিত, কলকাতা : ৩১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ১৯০০।

৩০। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* সম্পাদক এবং ব্যাখ্যাকার ড. লক্ষ্মীধর দ্বিবেদী, সহ ব্যাখ্যাকার ড. বি. কে. দ্বিবেদী এবং পি. কে. গোস্বামী, বারাণসী : চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস অকাদেমী, ২০১৬।

৩১। মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য, *সুশ্রুত সংহিতা,* অনুবাদক অত্রিদেব, বারাণসী : মতিলাল বনারসী দাস, ২০১৫।

৩২। মল্লিক আশীষ কুমার, *আয়ূর্বেদ সিদ্ধান্ত দর্শন ও পদার্থ সূত্র,* কলকাতা : দীপায়ন, ২০০১।

৩৩। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* পূর্বভাগ, শ্রী জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, বারাণসী : মতিলাল বনারসী দাস, ২০১৮।

৩৪। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* উত্তরভাগ, শ্রী জয়দেব বিদ্যালঙ্কার, বারাণসী : মতিলাল বনারসী দাস, ২০১৮।

৩৫। মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* Vol-I-V, ইংরাজী অনুবাদ, আর. কে. শর্মা, ভগবান দাস, বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ২০২০।

৩৬। মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি কর্তৃক আয়ুর্বের্দ দীপিকা টীকা সহ কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন সম্পাদিত, কলকাতা : কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, ২০০ সংখ্যক ভবন, ১৮৮৩।

৩৭। মহর্ষি চরক, *চরক সংহিতা,* পণ্ডিত তারা দত্ত পন্ডেন, জয়কৃষ্ণ দাস হরিদাস গ্রুপ, বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত পুস্তাকালয়, ১৯৩৭।

৩৮। মহর্ষি চরক, *চরকসংহিতা,* চক্রপাণি দত্ত প্রণীত আয়ুর্বেদ দীপিকা ব্যাখ্যা সম্বলিত, কবিরাজ নরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত ও সংশোদিত, লাহোর : পাঞ্জাব সংস্কৃত পুস্তকালয়, ১৯২৩।

৩৯। মহামতি শ্রীমন্মিশ্রভাব বিরচিত, *ভাবপ্রকাশ,* কবিরাজ শ্রীকাশীচন্দ্র সেনগুপ্ত, কবিরত্ন অনুদিত ও সংশোধিত, কলকাতা : দীপায়ন, ২০০২।

৪০। মাধবাচার্যকৃত *সর্বদর্শন সংগ্রহ,* হিন্দি ব্যাখ্যা উমা শঙ্কর শর্মা, বারাণসী : চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬৪।

৪১। মিত্র ড. জ্যোতি (সম্পাদক), *আয়ুর্বেদীপযোগী পদার্থ বিজ্ঞান,* বারাণসী : চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস অকাদমী, ২০০৩।

৪২। মিশ্র বৈদ্যশিবকুমার এবং শর্মা বৈদ্য তারাচন্দ্র, আয়ুর্বেদীয় পদার্থ দর্শন, হরিয়ানা : নাথ পুস্তক ভাণ্ডার, রেলবে রোড, ১৯৯৪।

৪৩। লারসন, জেমস, (১৯৮৭), *আয়ুর্বেদ অ্যান্ড দ্যা হিন্দু ফিলোজফি সিসেটম,* ফিলোজফি ইস্ট এ্যান্ড ওয়েস্ট ৩৭(৩), পৃ. ২৪৫-২৫৯, হনুলুলু।

৪৪। শর্মা বৈদ্য তারাচন্দ্র, *আয়ুর্বেদীয় ষোড়শঙ্গ চিকিৎসা বিজ্ঞান,* প্রথম ভাগ, বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০১৭।

৪৫। শর্মা রত্না দত্ত, *ন্যায় দর্শনে নিগ্রহস্থান,* কলকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সহযোগ মহাবোধি বুক এজেন্সী, বঙ্গাব্দ ১৪১৭।

৪৬। শর্মা রত্নাদত্ত, "শ্রুতি ও ধর্মনীতি : চরক প্রস্তাবিত সদ্‌বৃত্তি অবলম্বনে একটি বিশ্লেষণ।" *ধর্মনীতি ও শ্রুতি,* সম্পাদনায় ইন্দ্রানী সান্যাল ও রত্নাদত্ত শর্মা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০৯।

৪৭। শুক্লা ড: বিদ্যাধর, *পদার্থ বিজ্ঞান দর্পণ,* বারাণসী : চৌখাম্বা সুখভারতী প্রকাশন, ২০১৫।

৪৮। শিবহরে ড: হীরালাল আর, *পদার্থ বিজ্ঞান,* বারাণসী : চৌখাম্বা সুখ ভারতী প্রকাশন, ২০১৮।

৪৯। শ্রীবাস্তব ড: শৌলজা, *পদার্থ বিজ্ঞান,* বারাণসী : চৌখাম্বা ঔরিয়ন্টলিয়া, ২০১৬।

৫০। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদার্ত চুঞ্জু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য, *সাংখ্যকারিকা,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯০১।

৫১। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র বিরচিত, *সাংখ্য তত্ত্ব কৌমুদী,* শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, কলিকাতা, ১৯৮২।

৫২। শ্রী কেশব মিশ্র বিরচিত *তর্কভাষা,* বঙ্গানুবাদ বিবৃতি সাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়চার্য, কলকাতা : সেন্টার অফ এডভান্সড্ স্টাডি ইন ফিলসফি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী, ২০০৯।

৫৩। শ্রীমদন্নংভট্ট বিরচিত, *তর্কসংগ্রহ,* শ্রী নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, বঙ্গাব্দ ১৪১৩।

৫৪। শর্মা ড: শশী, *আয়ূর্বেদে মূল সিদ্ধান্ত এবং চিকিৎসা,* দিল্লী : ইষ্টান বুক লিংকর্স, ২০১৭।

৫৫। *সচিত্র আয়ুর্বেদ, এ জার্নাল অন আয়ুর্বেদ এন্ড হেলহ,* জুলাই ১৯৮৯, খণ্ড-৪২, প্রকাশক শ্রী বৈদ্যনাথ, আয়ুর্বেদ ভবন প্রাইভেট লিমিটেড, পাটনা।

৫৬। সাহা বিশ্বরূপ, *মীমাংসা পরিচয়,* কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২।

৫৭। সেনগুপ্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ, সেনগুপ্ত কবিরাজ, উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (সংগৃহীত ও অনুদিত), *আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ,* (খণ্ড ১-৪), কলকাতা : দীপায়ন, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৩।

৫৮। *সুশ্রুত সংহিতা মে শরীর রচনা,* ডঃ দিবাকর গোবিন্দ পাণ্ডে, সহলেখক ডঃ আর. বি. শুক্লা, বারাণসী : চৌখাম্বা ঔরিয়ন্টালিয়া, ২০১১।

৫৯। A Collection of Essays on Applied Ethics, The Department of Philosophy, Sree Chaitanya College, June 2004.

৬০। Devi Dr. Gayatri, *Padarth Vijnan,* Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, Delhi, 110007, 2014.

৬১। Matilal Bimal Krishan, *Logic Language and Relaity,* Matilal Banarasidass Publishers Pvt. Ltd., Second Edition, Delhi, 1990.

৬২। Sabdapramana in Indian Philosophy, edited by Ghosh Manjulike Chakraborti Bhaswati Bhattacharya , N.B.U., studies in Philosophy-7, Northern Book Centre, New Delhi, 2006.

৬৩। Sharma Ratna Dutta, *Theory of Argumentation : Traditional and Modern,* Kolkata : Jadavpur University, Incollabration with Maha Bodhi Book Agencey, 2015.

৬৪। Sharma Ratna Dutta, "Dos and Don'ts for the persons involved in the Health Care Domin" *Relugees, Marriage, asuras and varied, vol-2, Maralits for the Ailing and others :* Edited by Indrani Sanyal, Ratna Dutta Sharma, Department of Philosopy, Jadavpur University, Kolkata-700032, 2021.

———————